মন্ত্রীটা কি ভালো

অরবিন্দ সিংহ

দিনটা ছিল দিনের মত। তবুও দিনটা যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বসন্তের স্নিগ্ধ সন্ধায়। কোথাও গোলাপের, কোথাও নীল অপরাজিতার, কোথাও সূর্যমুখীর, কোথাও পান্না রঙে বৈদ্যুতিক বাতিগুলি নক্ষত্রের মত বিস্তার করে শোভাবর্ধন করছে আপন ভঙ্গিমায়। ভঙ্গিমার রূপে ভরা ছোট ছোট কৃত্রিম স্টলগুলির সামনে বোর্ড কাগজে, "ভেজ, ননভেজ, ড্রিঙ্কওয়াটার, কোল্ড ড্রিঙ্কস' ইত্যাদি সব লেখাগুলো ইশারা করে ডাকছে। "এসো কাছে এসো। দূরে কেন? আলিঙ্গনে হও মত্ত। আজতো শুধু তোমাদের জন্যে।" এখানে 'তোমরা ' যে কারা, তা বোঝার বা জানার জন্যে একটু মুখ না খুললে কেমন বোকা বোকা লাগে। গত বছর সল্টলেক স্টেডিয়ামে যৌন কর্মীরা 'শান্তি উৎসব করেছেন'। সারা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে যৌন কর্মীরা এবং বিভিন্ন সংস্থা 'শান্তি উৎসবে ' যোগ দিতে এসেছেন। তাঁদের শিল্প সংস্কৃতি, তাদের অধিকারের ভাষা তুলে ধরাই মেলার আসল উদ্দেশ্য। ভারতীয় শহর এলাকা ছেড়ে আর সমস্ত এলাকার যৌন কর্মীদের অবস্থা খুবই দুঃখজনক। মেলায় চোখ রাখলে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যাইহোক এই মেলার পরিচালক মন্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য বর্তমান এক বিখ্যাত মন্ত্রী, একদিন দু'হাজার লোকের ডিনারের ব্যবস্থা করেন। এবার পরিচালক মন্ডলীরা চিন্তায় পড়ে যান। গোপন মিটিং-এ কী সিদ্ধান্ত হয় কেবল তারাই জানেন। যাইহোক যেখানে হাজার যৌন কর্মীর সমাগম, সেখানে এই ব্যবস্থা করার অন্তরালে রাজনৈতিক স্বার্থের জিহ্বা যে লক্ লক্ করছে, তা বলার আর অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু ঐ লোভনীয় খাদ্যে যে প্রতিটি উদরের অন্তর-জিহ্বা ছুঁয়ে যায়, সে তো সবাই জানে। তবুও জেনে শুনে এড়িয়ে যাওয়ার অভিনেতা ও অভিনেত্রীর রূপ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সংস্থার অনেক মানুষ।

সেদিন আমি নিজেই মেলার দর্শনার্থী। আমার সামনে যা ঘটলো তা আজ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন কর্মকর্তার পেছনে যেতে যেতে কয়েকজন যৌন কর্মী বলছেন, "দাদা আমাকে একটা কুপন দিননা। দাদা দিননা।" এইভাবে বার কয়েক বলতে বলতে লজ্জায় নত মস্তকে এক জায়গায় সবাই দাড়িয়ে পড়েন। কর্মকর্তা শুধু মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মুখ নিচু করেন। অথচ একদিন এই মুখের পানে চেয়ে কত যুবকের হৃৎপিন্ড গতিতে গতিময় হয়ে যেত। কুকুরের জিবের মত কত জিব যে চেটেপুটে খেত। আজ

বার্ধক্যের ভারে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি বড়ই কঠিন। চোখের কোণে কালি, ছেঁড়া বস্ত্র, পায়ের জুতোটা বার্ধক্যের কষাঘাতে জর্জরীত। এই রকম শ'য়ে শ'য়ে যৌন কর্মীরা কুপনের জন্য গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যারা পরিপূর্ণ উদরের উদ্ভাসিত হাস্য রসের মাখামাখিতে বেরিয়ে আসছিলেন, তাদের মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে নিজেদের আড়াল করতে ব্যস্ত হন। তবুও সু-স্বাদু খাদ্যের সু-গন্ধের পুত্র-কন্যাগুলি নাসিকার গহ্বরে ভীড় করে। এমন সময় বিখ্যাত মানব-দরদী মন্ত্রীমশায় সরকারী গাড়ীটি নিয়ে সাইরেন বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। দু'পাশের ভীড় দেখে, আনন্দে হাতটা বের করে 'বাই বাই' করতে করতে চলে যাচ্ছেন। এমন সময় ভীড় থেকে ভেসে আসে, "যা যা তোর এরকম ডিনারের মুখে ঝ্যাটার বাড়ি। থুঃ।" আর মন্ত্রী শুনলেন, "মন্ত্রীটা কী ভালো।"

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা, ১০/০৬/২০০৬